যুগান্তর

তারিখ ... 14 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

নিরক্ষরতামুক্ত সিরাজগঞ্জ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সাক্ষরতা অর্জনই শেষ কথা নয়, অর্জিত জ্ঞান ধরিয়া রাখিয়া বাস্তবসম্মত জীবনধর্মী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। নিজেদেরকে উৎপাদনশীল নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা এবং অধীত জ্ঞানালোকে অপরকেও আলোকিত হইতে সাহায্য করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যেই পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই প্রণিধানযোগ্য।

নিরক্ষরতা যে কোন জাতির জন্যই অভিশাপস্বরূপ। যাহার অক্ষর পরিচয় নাই, সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় নাই, এইরূপ ঢালাও মন্তব্য করা যাইবে না। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার ইহাই যে, এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য হইতে আমরা এখনও রহিয়াছি বহু দূরে। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে চাহিলে যে কোন মূল্যে জাতিকে মুক্ত হইতে হইবে নিরক্ষরতার রাহুগ্রাস হইতে। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। বাংলাদেশের আপামর জনগণের দুর্ভাগ্য, কাঙ্ক্ষিত সেই পরিবেশ যুগের পর যুগ ধরিয়া তাহাদের নিকট সোনার হরিণ হইয়া আছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করায় ঐ জেলার বাসিন্দাদের মতো আমরাও আনন্দিত। সাক্ষরতা অর্জন কিংবা নিরক্ষরতা দূরীকরণ- এই শব্দবন্ধগুলি দৃশ্যত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু উহাকে কার্যক্রমের আওতায় লইয়া গেলেই দেখা যায়, যাহা শুনিতে সহজ, তাহা করিতে কঠিন। ফলে স্বাধীনতার তিন দশকের বেশি সময় পরও যে দেশ নিরক্ষরতামুক্ত হয় নাই, তাহা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অবশ্য এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পৌনঃপুনিক প্রয়াস-প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। কিন্তু ফল যাহা হইয়াছে, তাহাকে কোন বিবেচনাতেই প্রশংসনীয় বলা যায় না। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারি, বেসরকারি ও দাতা সংস্থাসমূহের তরফ হইতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে ক্ষেত্রবিশেষে সাধিত হইয়াছে কিঞ্চিৎ অগ্রগতিও। যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষার হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫৬ ভাগ। গ্রোস এনরোলমেন্ট শতকরা ৮৫ ভাগে উন্নীত হইয়াছে। ড্রপ-আউটের হার হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগে। এতদসত্ত্বেও নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ অদ্যাবধি থাকিয়া যাইতেছে আমাদের স্বপ্নের পরিসীমাতেই। তিন সরকারের শাসনামলে দেশের মাত্র ৭টি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হইয়াছে। ২০০৬ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করিবার লক্ষ্যেই যে এই সকল তৎপরতা, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জেলায় জেলায় যেইরূপ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মানুষকে 'সাক্ষর' ঘোষণা করা হইতেছে, তাহার নির্ভেজালত্ব লইয়া দেখা দিয়াছে নানা প্রশ্ন। জনমনে সংশয় জাগিয়াছে, ঘোষিত এলাকাবাসী কি সত্য সত্যই নিরক্ষরতামুক্ত হইয়াছে? সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালের মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে এক ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হইয়াছিল। বিগত তিন যুগে বিভিন্ন সরকারের আমলে এই কর্মসূচির পিছনে সহস্রাধিক কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কাগজে কলমে এই পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে সাক্ষরও করা গিয়াছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এই কর্মসূচি চলিতেছে, তাহাতে প্রকৃত সাফল্য কতটুকু সেই সংশয় থাকিয়াই যায়।

আসলে কিছুকাল পরপর এক-একটি অঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'নিরক্ষরতামুক্ত' ঘোষণা করিলেই বাঞ্ছিত সাফল্য অর্জিত হইবে না। সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে চাই সততা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা সর্বোপরি নিখাদ দেশপ্রেম। অন্যথায় ঘোষণা ঘোষণাই থাকিবে, বাস্তবতার পাদপ্রদীপে কখনও আলোকিত হইবে না।